যায়যায়দিন

তারিখ ... 14-JUL-2008

পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

স্কুল পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য যখন দুই দুধের শিশু

চট্টগ্রাম অফিস

দুই দুধের শিশুকে স্কুল ও কলেজ পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য করার আজব ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম রেসিডেন্সিয়াল মডেল ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের দুই শিশুকে কমিটি সদস্য বানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপাল ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

তিনি বিষয়টি স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করলেও এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এটা কিভাবে সম্ভব। বিষয়টি পৃ২ ›› ক১

স্কুল পরিচালনা কমিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত করা হবে।

জানা গেছে, ২০০৩ স্কুল থেকে যাত্রা শুরু হলেও গত বছর থেকে হালিশহর গ্রীনভিউ আবাসিক এলাকার সামনে একটি ভবনে রেসিডেন্সিয়াল মডেল ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু করা হয়। জেলার মিরসরাইয়ের পূর্বমলিয়াইশে স্থাপন করা হয় স্থায়ী ক্যাম্পাস।

স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, মূলত এক পরিবারের সব সদস্যকে কমিটির সদস্য করতে গিয়ে দুই দুধের শিশুকেও পরিচালনা কমিটির সদস্য বানান প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন। পরিবারের দুই শিশু মেহজাব সাফারা সুখ ও মু'মাসিম ফুয়াদ বিন কামালকে করা হয়েছে এ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান রুমা ট্রাস্টের নির্বাহী কমিটির সদস্য। নির্বাহী সদস্য হিসেবে আরো রয়েছেন কামাল উদ্দিনের বাবা, মাতা, স্ত্রী, শাশুড়ি ও বোনরা। দুই শিশুকে নির্বাহী কমিটির সদস্য করার বিষয়ে রেসিডেন্সিয়াল মডেল ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ড. কামাল উদ্দিন যায়যায়দিনকে জানান, শিশুদের কমিটি সদস্য করতে আইনগত কোনো বাধা নেই। নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে তারা কিভাবে অংশ নেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তারা ভোট দিতে পারেন না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় থাকেন না।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, বিষয়টি অবাক করার মতো। এ স্কুলের বোর্ডের অনুমোদন আছে কি না বা থাকলেও কিভাবে আছে তা দেখে বলতে হবে। নির্বাহী কমিটিতে শিশু রাখা হলে প্রয়োজনে তদন্ত করে সেই কমিটি বাতিল করা হবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করা দরকার।